

Vol. 50 | No. 2-3 | 2013

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আরবি নাটকের বিকাশধারায় অনুবাদের ভূমিকা

Volume	50
Issue	2-3
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম
Published online	June 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v50i2-3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i2-3.7
Pages	৮৯-১০৪
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

আরবি নাটকের বিকাশধারায় অনুবাদের ভূমিকা

Check for updates

মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম*

ভূমিকা

জীবনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট আলেখ্যই সাহিত্য। আর সাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা 'নাটক' মানব জীবনের মূর্ত প্রতিচ্ছবিকে বাস্তবে প্রকাশ করে। নাট্য-প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে মানব-জীবন, সমাজ, তাদের ইচ্ছা-আনন্দ বা বেদনা অভিনীত হয়ে আসছে। বাংলা নাটক ও ইংরেজি 'Drama'-র আরবি প্রতিশব্দ 'المسرحية' (আল-মাসরাহিয়্যাহ) ও 'الدراما' (আল-দারামা)। গদ্য সাহিত্যের অন্যতম প্রধান এ প্রকরণের স্বরূপ নির্ধারণে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মত[১] পেশ করলেও রোমান দার্শনিক Marcus Tullius Cicero (১০৬-১৪৩ খ্রি.) ও আরবি সাহিত্য সমালোচক মুহাম্মদ যঘলূল সালামের মত সবচেয়ে যথাযথ বলে আমরা মনে করি। Cicero বলেন : "Drama is a copy of life, a mirror of custom, a reflection of truth" [অর্থাৎ নাটক হলো জীবনের প্রতিলিপি/অনুলিপি/অনুকৃতি, রীতিনীতির দর্পণ এবং জীবন সত্যের প্রতিফলন] (সাধনকুমার, ১৯৬৩ : ১৪৯)। যঘলুল আল-সালামের ভাষায়-" المسرحية عمل أدبي مكتوب بالحوار، الغرض منه المشاهد بواسطة الممثلين" [অর্থাৎ নাটক হলো, সংলাপনির্ভর সাহিত্যকর্ম, অভিনয় তারকাদের মাধ্যমে দৃশ্য উপস্থাপন করাই এর উদ্দেশ্য] (যঘলূল, তা. বি.: ৪)।

উপরের সংজ্ঞাদ্বয়ের আলোকে আমরা বলতে পারি, নাটক হচ্ছে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের সম্মিলিত রূপ ক) সংলাপনির্ভর সাহিত্য, খ) জীবনসত্যের প্রতিফলন, গ) অভিনয় তারকাদের অংশগ্রহণে মঞ্চায়ন ও দৃশ্যের উপস্থাপন।

বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যের ন্যায় আরবি সাহিত্যেও নাটক[২] আজ একটি বাস্তব বিষয়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে ফরাসি নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে আরবি সাহিত্যে নাটকের যাত্রা শুরু। আস্তে আস্তে অনুবাদ নির্ভরশীলতা থেকে মৌলিক রচনা এবং ক্রমান্বয়ে আরবি নাটক আজকের এ উন্নত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়। আরবি অনুবাদ নাটককে তাঁর প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে 'তারজামাহ' (ترجمة বা অনুবাদ), 'তা'রিব' (تعريب বা আরবায়ন) ও 'তামসির' (تمصير বা মিসরায়ন) — এ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। যদিও تعريب ও تمصير অর্থ সাধারণত যথাক্রমে আরবিকরণ ও মিসরিকরণ হয় তবু আমরা এখানে (تجديد- নতুনকরণ- নবকরণ- নবায়ন)-এর অনুসরণে 'আরবায়ন' ও 'মিসরায়ন' ব্যবহার করেছি। আলোচ্য প্রবন্ধে আরবি নাটকের বিকাশে অনুবাদ তথা 'তারজামাহ', 'তা'রীব' ও 'তামসীর'-এর ভূমিকা তুলে ধরা হবে।

---

* সহযোগী অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আরবি নাটকের উৎপত্তি

আরবি সাহিত্যে নাটক ঊনবিংশ শতাব্দীর সংযোজন। পৃথিবীর অপরাপর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে নাটকের সূত্রপাত বহু পূর্ব থেকে। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে সর্বপ্রথম গ্রিক সাহিত্যে নাট্যকলার উদ্ভব হয় (তাওফিক, ১৯৫৬ : ৬)। ফরাসি সাহিত্যেও নাটকের প্রচলন বহু যুগ থেকেই ছিল। ইংরেজি সাহিত্যে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনার দিকে নাটকের উন্মেষ ঘটে (হুসায়ন, ১৯৯০ : ২২২; উমার, তা. বি. : ৭)। কিন্তু আরবি সাহিত্যে নাটকের সুচনাকাল সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। জাহিলি যুগ আরবি কবিতার স্বর্ণযুগ। আরব কবিরা ছিলেন তাদের গোত্রের মুখপাত্র (আহমদ : ৪৫)। কবিরা বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় কবিতা রচনা করে অসামান্য সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। কিন্তু তখনও আরবদের মাঝে নাটক রচনার প্রচলন ছিল না।[৩] কিন্তু সে সময়েও আরব বা অন্যান্য দেশের মুসলিম সভ্যতা-সংস্কৃতিতে বহু নাট্যিক উপাদান তথা প্রেম, বিরহ, বীরত্ব, বদান্যতা, আতিথেয়তা ও প্রতিজ্ঞা পালন প্রভৃতি বিষয়ে ভরপুর ছিল। এ সাহিত্যের স্বর্ণযুগ আব্বাসীয় শাসন আমলে (৫৭০-১২৫৮ খ্রি.) আরবি গদ্যরীতিতে রম্য সাহিত্যকে কেন্দ্র করে নব যুগের উন্মেষ ঘটে (নিজামী, ১৯৯৭ : ১৩৩-১৩৭)। এ যুগের প্রথম থেকেই আরব পণ্ডিতগণ অন্য ভাষার গ্রন্থাবলি অনুবাদের সূচনা করেন। নবম শতাব্দীতে দূরদর্শী খলিফা আল-মামুনের রাজত্বকালে (৮১৩-৮৩৩ খ্রি.) এক্ষেত্রে বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। তখন 'বায়তুল হিকমাহ্' প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বের সমগ্র অঞ্চলের বিশিষ্ট গ্রন্থাবলি আরবিতে অনুবাদ করা হয় (ইয়াহইয়া, ১৯৮৪ : ১৩১)। সে সময় গ্রিক, ল্যাটিন, সংস্কৃত, পাহলভি ও নাবাতি প্রভৃতি ভাষার অনেক গ্রন্থ অনুবাদ করালেও নাটককে তারা বর্জন করেছেন (Ismat, 1983 : 40)। অবশ্য কোন কোন প্রাচ্যবিদ[৪] আব্বাসীয় আমলের প্রখ্যাত কথাশিল্পী আবুল ফারাজ আহমদ ইবনুল হোসাইন আল-হামাদানী (৯৬৯-১০০৮ খ্রি.) ও আবু মুহাম্মদ আল-কাসিম ইবনু আলী আল-হারীরী (১০৫৪-১১২২ খ্রি.) কর্তৃক সমাজের এক বিশেষ শ্রেণির প্রবঞ্চনাভিত্তিক ভিক্ষামূলক জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র করে ছন্দোবদ্ধ ও হাস্য-রসপূর্ণ সংলাপে রচিত মাকামার[৫] কাহিনীগুলোকে খণ্ড খণ্ড নাটক হিসেবে চিত্রিত করেন (জুরজী যায়দান : ৬১০; হান্না : ৭৩৪)। কেহ কেহ মনে করেন, আরবি নাট্যদৃশ্যের অবতরণা ঘটেছে খলিফা আল-মাহদী-এর সময়কালে।[৬] আবার কোন কোন গবেষক মনে করেন, আধুনিক যুগের (১৭৯৮ খ্রী) পূর্বেই আরবি সাহিত্যে নাট্যশিল্পের সুচনা হয় (গুনাইমী হেলাল : ১৬৭-৮)। এক্ষেত্রে তারা 'খিয়াল আল-যিল্ল'[৭] (خيال الظل-Shadow play)-এর কথা উল্লেখ করেন (ইউসূফ নজম, ১৯৮০ : ১৭)। মূলত আরবি সাহিত্যে নাটক আরব বিশ্বে মিসরে সৃষ্ট রেনেসাঁর ফসল। ঊনবিংশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্বে আরব বিশ্বে নাটকের অনুপ্রবেশ ঘটে। রাজনৈতিক কারণে ১৭৯৮ খ্রি. ফরাসি সমর নেতা নেপোলিয়ন বোনাপার্ট মিসর ও নিকট প্রাচ্য দখলের ফলে আরব জগতে এক চেতনা সঞ্চারিত হয়। বিজয়ী ফরাসি নেতা মিসরে সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবেশ সৃষ্টিতে পত্রিকা প্রকাশ, বিদ্যায়তন, একাডেমি, পাঠাগার, গবেষণাগার স্থাপনের পাশাপশি 'দার আল-অপেরা' নামে নাট্যমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন।

সৈন্যদের চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতিমাসের শেষ রজনীতে তিনি ফরাসি নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যবস্থা করেন। ফরাসি ভাষায় ছিল বিধায় আরবিভাষী মিসরীয়দের উপর তা তেমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারেনি (আবু বকর, ১৯৮৬ : ১২৫)। এতৎসত্ত্বেও, আরব কবি সাহিত্যিকেরা নিকট থেকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখতে পায় ফরাসি ও ইংরেজি সাহিত্য। তাঁরা সে সকল সাহিত্যের নতুন নতুন স্টাইল ও আঙ্গিক আয়ত্ত করে অনুরূপ স্টাইলে আরবি সাহিত্যে নাটক রচনা শুরু করেন (আবু বকর, ১৯৯৭ : ৩১)।

আরবি নাটকের ক্রমবিকাশ

নাটক আরবি সাহিত্যে আধুনিক সংযোজন। নেপোলিয়নের মিসর দখলের পর অনুবাদের উপর নির্ভর করে নাটকের যাত্রা শুরু। পরবর্তীকালে অনুবাদের পাশাপাশি মৌলিক রচনার মাধ্যমে আরবি নাট্যসাহিত্য আজকের এ উন্নত পর্যায়ে উপনীত হয়। তাই আরবি নাটকের বিকাশধারায় দু'ধরনের বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে :

ক) অনুবাদ ও
খ) মৌলিক রচনা।

নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যলোচনা তুলে ধরা হলো :

এক. মৌলিক নাটক

অনুবাদের মাধ্যমে আরবি নাটকের সূচনা হলেও পৃথিবীর অপরাপর সাহিত্যের ন্যায় মৌলিক নাট্যকর্মের মাধ্যমে এ সাহিত্য আজ পূর্ণতা লাভ করেছে। সূচনাকালের কিছু পর থেকেই মৌলিক নাটক রচনা শুরু হয়। এ সাহিত্যে বিভিন্ন সময় অনেকেই নাটক রচনা করে বিশ্বসাহিত্যভুবনে পরিচিতি লাভ করেছেন। কেউ কেউ The Egyption Moliere উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন, আবার কাউকে কাউকে বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকার Shakespeare (১৫৬৪-১৬১৬) কিংবা Galsworthy (১৮৬৭-১৯৩৩)-র সাথে তুলনা করা হয়েছে। নিম্নে আরবি নাটকের বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরা হলো :

লেবাননের ব্যবসায়ী মারূন মিখাইল আল-নাক্কাশ (১৮১৭-১৮৫৫)-এর হাত ধরেই আধুনিক আরবি নাটকের যাত্রা শুরু। তাকে আরবি নাট্য ও অভিনয় শিল্পের প্রবর্তক ও অগ্রদূত বলা হয় (গুনাইমী হেলাল : ১৭১; জুরজি যায়দান :১৩৯; আহমদ হাসান : ৪২৭)। আরবি ভাষায় প্রথম নাটক 'আল-বাখীল' (البخيل-The Miser বা কৃপণ) তাঁর অনুবাদ। এ নাটকটি ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের (Moliere)-এর L' Avare হতে রূপান্ত রিত (Moosa : 110)। মারূন আল-নাক্কাশ-এর তিরোধানের পর ঊনবিংশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র 'সালীম আল-নাক্কাশ' (মৃ. ১৮৮৪) ও সালীমের বন্ধু আদীব ইসহাক (১৮৫৬-৮৫)-এর নেতৃত্বে আলেকজান্দ্রিয়াতে একটি নাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠে। সম্পূর্ণ ইউরোপীয় ভাবধারায় উজ্জীবিত হয়ে তারা নাটক মঞ্চায়নের ব্যবস্থা করেন। ফলে আরব জগতে নাট্য-দর্শন ও রচনা উভয় ক্ষেত্রেই অভূতপূর্ব সাড়া পরিলক্ষিত হয় (সাত্তার, ১৯৭৪ : ১৬৭)।

আল-নাক্কাশের সমসাময়িক প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'ইব্রাহীম আল-আহদাব' (১৮২৬-৯১) সাহিত্যের অপরাপর ক্ষেত্রের ন্যায় আরবি নাট্যঙ্গনেও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তিনি কিছু মৌলিক ও কিছু পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদের মাধ্যমে প্রায় বিশটি নাটক রচনা করে আরবি নাট্যসাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেন। কেউ কেউ মনে করে, আধুনিক আরবি নাটকের উৎপত্তি হয়েছে তাঁর হাতে (আলী আহমদ, ১৯৫৮ : ৮৭)। তাঁর নাটকগুলোর মধ্যে 'আল-তুহফাহ আল-রাশিদিয়্যাহ ফীল 'উলুমিল-আরাবিয়্যাহ' (التحفة الرشيدية في العلوم العربية) নাটকটি প্রাচীন গদ্যরীতিতে প্রথম মৌলিক আরবি নাটক (Haywood, 1971 : 60)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বছর কাল পর্যন্ত আরবি নাট্যসাহিত্য একই গতানুগতিক খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আরবি নাট্যধারায় আঞ্চলিক ভাষার প্রয়োগের এক নতুন ধারার সংযোজন লক্ষিত হয় (সাত্তার, ১৯৭৪ : ১৬৮)। সে সময়ের নাট্যসাহিত্যে মুহাম্মদ উছমান জালাল (১৮২৯-৯৪)-এর অবদান অনস্বীকার্য। তিনি নাটকে আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার এবং বিষয়বস্তুতে নিজস্ব সামাজিক জীবন চিত্রিত করেন (মুছলেহ উদ্দীন, ১৯৯৮ : ২৫; আবু বকর, ১৯৯৭ : ৩৫)।

ক্রমান্বয়ে মিসরীয়রা নাট্যশিল্পের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে এবং নাটকের মাধ্যমে তাদের অনেকে জীবিকা অন্বেষণ করে। তারা ছাত্রদের দ্বারা গঠিত নাট্যদলের মাধ্যমে বিদ্যালয় কিংবা নাট্যমঞ্চে নাটক মঞ্চস্থ করে। মিসরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মুখপাত্র আবদুল্লাহ নাদীম (১৮৪৫-৯৬) যুবকদের দেশপ্রেমবোধ জাগ্রত করতে প্রথম এ কাজটি করেন। তিনি 'আল-ওয়াতান' (الوطن-জন্মভূমি) ও 'আল-আরব' (العرب-আরবভূমি) শীর্ষক নাটক দু'টি রচনা করে আলেকজান্দ্রিয়ার একটি স্কুলে মঞ্চস্থ করেন। সেজন্য তাওফীক পাশা স্কুল কর্তৃপক্ষকে কিছু অনুদানও প্রদান করেন (Navill : 175; যায়দান : ১৪১)।

মিসরের সফল নাট্যকার ও কবিসম্রাট আহমদ শাওকী (১৮৬৮-১৯৩২) আধুনিক আরবি সাহিত্যে বহুল আলোচিত নাম। তিনিই সর্বপ্রথম সার্থক আরবি কাব্যনাটক বা গীতিনাট্য রচনা করেন। খলীল মুতরানের হাতে কাব্যনাটকের যে ধারাটি সূচিত হয় তা বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পরে এসে শাওকীর হাতে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তাই তাঁকে আরবি কাব্যনাটক বা গীতিনাট্য-সাহিত্যের প্রবর্তক বলা হয়। তাঁর প্রথম নাটক 'ক্লিউবাতরা' (كليوبترا-১৯২৯) বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকার শেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক Antony and Cleopatra-এর অনুকরণে মৌলিক রচনা (উমার, *আল-মাসরাহিয়্যাতু* : ৫১; হান্না : ১০০৬-১১; সাত্তার, ১৯৭৬ : ৭)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর শুরুর দশকে রাজনৈতিক অভিধায় কিছু নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হয়। অবশ্য রাষ্ট্রীয় অনুমতি ব্যতীত কোন নাটক মঞ্চস্থ হতে পারত না। সে সময়ে আরবি নাটক রচনা করে যারা সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে মুস্তফা কামিল (১৮৭৪-১৯০৮) অন্যতম। ঘুমন্ত মিসরবাসীকে জাগ্রত করার লক্ষ্যে ১৮৯৩ খ্রি.

'ফাতহ আল-আন্দালুস' (فتح الأندلس) নাটক রচনা করেন। গদ্য ও পদ্যে মিশ্রিত চার অঙ্কের এ নাটকটিতে স্পেনে উমায়্যা যুগের বীরত্ব কাহিনী চিত্রিত হয়েছে (কামিল, ১৩১১ হি. : ১২; উমর : ৪৩)।

বিংশ শতাব্দীর সূচনালগ্নে মিসরের প্রখ্যাত সাহিত্যিক 'ফারাহ আনতূন' (১৮৭৪-১৯২২) আরবি নাট্যসাহিত্যে যথেষ্ট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। দুটি নাটক রচনা করে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ফরাসি সাহিত্যিক Emile Zola (১৮৪০-১৯০২) দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯১৩ সালে রচিত 'মিসর আল-জাদীদাহ ওয়া আল-কাদীমাহ' (مصر القديمة و الجديدة) নাটকে তিনি মিসরের তিন শ্রেণির মানুষের কথা ব্যক্ত করার সাথে সাথে পাশ্চাত্য সভ্যতার কুফল এবং সমকালীন সামাজিক দুর্নীতির প্রতি কটাক্ষ করে আরবি সাহিত্যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেন ('উমর : ৭২-৭২; শাওকী, ১৯৭৪ : ২১৩)।

আরবি নাট্যসাহিত্যে প্রখ্যাত কথাশিল্পী মুহাম্মদ তায়মূর (১৮৯২-১৯২১)-এর অবদান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল। তিনিই প্রথম আধুনিক আরবি সাহিত্যে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে নাটক রচনা করেন। তাঁর 'আল-কানাবিল' (الكنابل) নাটকটি সমসাময়িক সাহিত্যাঙ্গনে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে (রফিক ও এনামুল, ২০০০ : ৮৮)। তাঁর পরবর্তী প্রখ্যাত অভিনেতা ইউসূফ ওয়াহবী (জ. ১৮৯৬) ১৯২৩ সালে ইতালি থেকে প্রশিক্ষণ শেষে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে জর্জ আবইয়াদ (১৮৮৮-১৯৫৯)কে সাথে নিয়ে 'রামসীস' নামে একটি নাট্যগোষ্ঠী গঠন করেন। তাঁর এ নাট্যদলটি থেকে অনেক নাট্যাভিনেতা বের হয়ে আসে। এদের দ্বারা পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে অনূদিত প্রায় ২০০টি নাটক মঞ্চস্থ করা হয় (উমর : ৩৩)।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে মিসর সরকার কতিপয় প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নাট্যদল ও মঞ্চ প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেয়া হয়। সৃজনশীল নাট্যকর্মের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশিক্ষণের জন্য বৃত্তিসহ ইউরোপে প্রেরণের ঘোষণা প্রদান করে। এ সময়কার জনপ্রিয় অভিনেতা ও নাট্যকার নাজীব আল-রায়হানী (১৮৯২-১৯৪৯)। তিনি প্রতি সপ্তাহে প্রায় একটি করে নাটক রচনা করতেন। তিনি ৩৩ টি নাটক ও ১০টি সিনেমার স্ক্রিপ্ট রচনা করেন। প্রথম দিকে ১৯৪৫ সালে রচিত 'হাসান ওয়া মুরাক্কিস ওয়া কোহায়ন' (1945 ،حسن ومرقص وكوهين) এ রায়হানীর ব্যক্তিত্ব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে (Saif, 1973 : 1-7)।

এ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আরবি নাট্যসাহিত্যে বেশ কিছু নাট্যকারের আবির্ভাব ঘটে। এ সময়ের যুগান্তকারী প্রতিভা ড. তাহা হোসায়ন (১৮৮৯-১৯৭৩) এদের মধ্যে অন্যতম। আরবি সাহিত্যের সবকটি শাখাই তাঁর অনবদ্য রচনায় সমৃদ্ধ। তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকের মধ্যে 'জুহুর আল-ইসলাম' (ظهور الاسلام) সবচেয়ে বেশি প্রশংসার দাবিদার (লতীফ শারারাহ, ১৯৬৪ : ভূমিকা)।

আধুনিক আরবি নাট্যসাহিত্যের প্রাণপুরুষ প্রখ্যাত মিসরীয় কথাশিল্পী তাওফীক আল-হাকীম (১৮৯৮-১৯৮৭)। কাব্য ব্যতিরেকে সাহিত্যের অন্য সকল শাখা তাঁর অনবদ্য

রচনায় সমৃদ্ধ। আরবি নাট্যসাহিত্যে তাঁর অবদান সবচেয়ে বেশি। তিনি আরবি নাট্যরীতির প্রাচীন ধারা পরিবর্তন করে নতুন ধারা প্রবর্তন করেন। তাঁর হাতে সর্বপ্রথম গদ্যরীতিতে সার্থক নাটকের সৃষ্টি হয়। তাঁকে আধুনিক আরবি নাটকের জনক ও অগ্রদূত বলা হয়। তিনি পঞ্চাশেরও অধিক নাটক রচনা করেছেন। তাঁর নাটকগুলির মধ্যে আহল আল-কাহফ (أهل الكهف), আল-মার'আহ আল-জাদীদাহ (المرأة الجديدة), আল-মালিক উদায়ব (الملك أوديب), শাহারজাদ (شهرزاد) ইত্যাদি অন্যতম (শাওকী, ১৯৭৪ : ২১৬; হায়কাল, ১৯৮৩ : ৩৭১; হাসান শাযলী ও অন্যান্য, ১৯৯২ : ১৪৩; ওফা আলী সালীম, ১৯৭৯ : ২১৫)।

ষাটের দশকে আরবি নাটকের আরও একধাপ অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। তরুণ সেনা অফিসার জামাল 'আবদ আল-নাসির (১৯১৮-১৯৭০)-এর নেতৃত্বে একটি সামরিক অভ্যুত্থান পরিচালিত হলে, ১৯৫২ সালে নতুন মিসরের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের পাশাপাশি সাহিত্য ও সংস্কৃতি অঙ্গনে অভিনব পরিবর্তন আসে। তখন অনুবাদনির্ভর নাটক হ্রাস পায়। সে সময়ে আরবি নাট্যভুবনে কতিপয় উদীয়মান নাট্যশিল্পীর আবির্ভাব ঘটে, যাঁরা বিষয়বৈচিত্র্য, আঙ্গিক রূপান্তর ও দৃষ্টিভঙ্গির অভিনবত্ব দানের মাধ্যমে আরবি নাটকের সমৃদ্ধি সাধন করেন। এ সকল নাট্যকারের মধ্যে মাহমুদ দীআব (১৯৩২-১৯৮৩, মিসর), মুহাম্মদ আওয়াদ (১৯৩২-১৯৯৭, মিসর), সরওয়াত আবাযা (কায়রো), মাহমূদ গুনায়ম (১৯২০-১৯৭২, মিসর), হামিদ আল-দামানহুরী (জ. ১৯২১, সৌদি আরব), ইউসূফ শারোনী (জ. ১৯২৪, মিসর), ইউসূফ ইদরীস (১৯২৭-১৯৯১, মিসর), নাজীব আল-কিলানী (১৯৩১-১৯৯৫, মিসর), সুহাইল ইদরীস (১৯২৫-২০০৮, লেবানন), সুলায়মান আল-মূসা (জ. ১৯২০, আম্মান) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগের শেষ প্রান্তে এসে প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক গল্পকার ইউসুফ ইদরীস (১৯২৭-৯১) বায়ান্নর বিপ্লবোত্তর নাটক রচনায় মনোনিবেশ করেন। সত্তরের দশকে তিনি সাড়া জাগানো নাট্যকার রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর তিনটি পূর্ণদৈর্ঘ্য নাটক ও পাঁচটি একাঙ্কিকা প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর الفوافير নাটকটি মিসরের পক্ষ হতে 'কান চলচ্চিত্র উৎসব' ১৯৬৫-এ প্রেরিত হয় (Gassick : 153)।

অনুরূপভাবে মিসরীয় কথাশিল্পী, আরবি সাহিত্যে একমাত্র নোবেল পুরস্কার (১৯৮৮ খ্রী.) বিজয়ী নাজীব মাহফুজ (১৯১১-২০০৬) যদিও ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসেবে পরিচিত তবু সাতটি একাঙ্কিকা রচনা করেন। তাঁর নাটকসমূহ হচ্ছে ইউমিতু ওয়া ইউহ্য়ী (يحي و يميت), আল-তুরকিয়্যাহ (التركية), আল-নাজাত (النجاة), আল-মুহিম্মাহ (المهمة), আল-মুতারাদাহ (المطاردة), মাশরূ' লিল-মুনাকাশাহ (مشروع للمناقشة) এবং আল-হাব্‌ল (الحبل)। তাছাড়া তাঁর চৌত্রিশটি গল্প ও উপন্যাস ইতিমধ্যে নাট্যরূপ লাভ করেছে (আবু বকর, ১৯৯৩ : ১২১)। নাজীবের পরে বর্তমানে আরো অনেকে নাটক রচনা করে খ্যাতি লাভ করেছেন। আজও সে ধারা অব্যাহত আছে।

দুই. অনুবাদ

অনুবাদের দ্বারাই আরবি নাটকের বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। ফরাসি এবং ইংরেজি নাটকের আরবি অনুবাদের মাঝেই আরবি নাট্যরচনার প্রথম প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল। এর পর আস্তে আস্তে তুর্কি, ইটালি ও আরো কিছু ভাষার নাটক আরবি ভাষায় অনুবাদ হতে থাকে। প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর যখন আরবি মৌলিক নাটক আত্মপ্রকাশ করতে আরম্ভ করে, তখনও অনূদিত নাটকের ধারা অব্যাহত থাকে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাংশে অনুবাদ ব্যতীত মৌলিক নাটক রচনার প্রেরণা বিশেষ লক্ষ করা যায়নি। প্রথমদিকে ফরাসি ও ইংরেজি উভয় প্রকার নাটকের আরবি অনুবাদ হলেও, প্রকৃত পক্ষে ফরাসি নাটকের রীতি ও আদর্শই সে সময়ে অনূদিত আরবি নাট্যসাহিত্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছিল। আরব নাট্যকারগণ ভাষা, আঙ্গিক ও ভাবচেতনার দিক দিয়ে ফরাসি নাট্যধারা সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করে যাচ্ছিল। পরবর্তীকালে আরবরা ফরাসি ও ইংরেজি নাটক দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং মৌলিক নাটক রচনা করতে শুরু করে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে নাট্যকারগণ বিভিন্ন প্রকৃতি গ্রহণ করেছেন। কিছু কিছু অনুবাদক বিদেশী ভাষা থেকে নাটকগুলি হুবহু আরবি ভাষায় অনুবাদ করেছেন, যার বর্ণনা ইতঃপূর্বে এসেছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে নাট্যকারগণ মূল নাটকের বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে নাট্যচরিত্রের নাম পরিবর্তন এবং আরব সংস্কৃতির সংযোজন করে অনুবাদ করেছেন। আরবি ভাষায় অনূদিত নাটককে অনুবাদের এ বৈশিষ্ট্যের আলোকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় :

১. আত-তারজমাহ (الترجمة-অনুবাদ)
২. আত-তা'রীব (التعريب-আরবায়ন)
৩. আত-তামসীর (التمصير-মিসরায়ন)

২.১. الترجمة বা অনুবাদ

অনুবাদ হলো ভাষান্তর, যার আরবি প্রতিশব্দ الترجمة, ইংরেজিতে বলা হয় Translation। الترجمة-এর সংজ্ঞায় বলা হয় : الترجمة هي إعادة كتابة موضوع معين بلغة غير اللغة التي كتب بها أصلا অর্থাৎ কোন ভাষায় রচিত একটি বিষয় অন্য ভাষায় রূপান্তর করাকে الترجمة বা অনুবাদ বলা হয় (মাজদী ওয়াহবাহ, ১৯৮৪ : ৯৩)। আর আরবি নাটকের ক্ষেত্রে هي نقل الأحداث المسرحية بنصها الأجنبي دون التدخل في تفاصيلها إلى العربية অর্থাৎ বিদেশী ভাষার নাট্যঘটনাকে কোন প্রকার অনুপ্রবেশ ছাড়া আরবি ভাষায় রূপান্তর করাকে الترجمة বলা হয় (Internet-1)। এ ভাষান্তর বা রূপান্তর দু'ধরনের হতে পারে। এক. কোন ভাষার সাহিত্য বা গ্রন্থকে অন্য ভাষায় হুবহু আক্ষরিক ভাষান্তর করা, দুই. কোন ভাষার সাহিত্য বা গ্রন্থকে অনুবাদকের নিজের চিন্তা-চেতনার আলোকে নব রূপ দিয়ে ভাষান্তর করা।

আরবি ভাষায় অনূদিত নাটক রচনা বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে আরবি নাটকের এক বিশেষ প্রকার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দীর্ঘ সুপ্তির পর আরবরা যখন জেগে ওঠে তখন তাদের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর বিরাট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ শতাব্দীর শেষ দিকে অনুবাদ নির্ভর আরবি নাটকের আত্মপ্রকাশকালে তা আত্মনির্ভরশীল ছিল না। তা এক অদৃশ্য হাতের উপর নির্ভরশীল ছিল। সে নির্ভরতা ছিল ফরাসি নাট্যকার মলিয়রের (১৬২২-৭৩) উপর; ক্ষেত্রবিশেষে ইংরেজি নাট্যকার শেক্সপীয়রের (১৫৬৪-১৬১৬) উপর। ফরাসি তথা মলিয়রের নাটকের অনুবাদ দিয়ে আরবি নাটকের সূচনা হলেও পরবর্তীকালে ইংরেজি বিশেষত শেক্সপীয়রের নাটক সবচেয়ে বেশি অনূদিত হয়েছে। শেক্সপীয়রের ৩৬টি নাটকের সবকয়টি একাধিক ব্যক্তি অনুবাদ করেন। যেমন, Othello নাটকটি খলীল মুতরান (১৮৭২-১৯৪৯), জর্জ আবইয়াদ (১৮৮৮-১৯৫৯), আবদুর রাজ্জাক মুহসিন আল-খাফাজী (জ. ১৯৩৭), জুবরা ইবরাহীম জুবরা (১৯১৯-১৯৯৪ খ্রী.), গাজী জামাল, মুহাম্মদ কামেল হাসান আল-মাহামী এবং হামদী আস-সা'দাভী عطيل নামে অনুবাদ করেন।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আরবি নাটক একধাপ উন্নীত হয়। প্রশিক্ষিত অভিনেতাদের হাতে সৃজনশীল নাট্যকর্ম অত্যধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইতঃপূর্বে আরবরা শুধু নিজস্ব আগ্রহের কারণে নাট্যশিল্পে পদচারণা করে। তাদের মাঝে প্রশিক্ষিত কোন নাট্যকারের উপস্থিতি ছিল না। ১৯১০ সালে প্রথম মিসরীয় নাট্যমঞ্চে ফরাসি প্রশিক্ষিত নাট্যকার জর্জ আবইয়াদ (১৮৮৮-১৯৫৯)-এর আগমন ঘটে। ১৯০৪ সালে খেদীভ দ্বিতীয় আব্বাসের খরচে থিয়েটার অধ্যয়নে প্যারিসে গমন করেন। প্রশিক্ষণ শেষে ১৯১০ সালে মিসরে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সঙ্গে আনীত Tartuff, Horace এবং Andromac নাটকগুলি সরাসরি মঞ্চস্থ করেন। তিনি শিক্ষামন্ত্রী সা'দ যঘলূল পাশা-এর অনুরোধে তা আরবিতে অনুবাদ করেন। ফলে তাঁর হাতে নাটক নব জাগরণ লাভ করে (M.M. Badawi, 1988 : 65-66; মানদূর, ১৯৭১ : ২৯-৩০)। এছাড়াও তিনি Sophocles (৪৯৬-৪০৬ খ্রিষ্টপূর্ব)-এর Oedipus Rex নাটকটি أوديب ملكا নামে, শেক্সপীয়র-এর Othello নাটক عطيل নামে এবং Casimir Louis নাটক 'لويس الحادى عشر' لكزينير دى لا فن নামে আরবিতে অনুবাদ করেন। তার হাতে নাটক নব জাগরণ লাভ করে (Badawi, 1988 : 65-66; মানদূর, ১৯৭১ : ২৯-৩০)।

পরবর্তীকালে ইব্রাহীম রামযী (১৮৮৪-১৯৪৯) মৌলিক নাটক রচনার পাশাপাশি ইউরোপীয় অনেক নাটক অনুবাদ করেন (শাওকী দ্বায়ফ, ১৯৭৪ : ২১৫)। তিনি শেক্সপীয়ার-এর King Lear, The Taming of the Shrew, শেরিডন (১৭২৪-১৭৬৬ খ্রী.)-এর Pizarro, বার্নার্ড শ (১৮৫৬-১৯৫০)-এর Caesar and Cleopatra এবং ইবসেন (১৮২৮-১৯০৬)-এর An Enemy of the People অনুবাদ করেন (Brugman, 1984 : 244)। তাঁর সমকালীন প্রখ্যাত কথাশিল্পী মুহাম্মদ তায়মূর (১৮৯২-১৯২১) আরবি নাটকে রিয়েলিজমের প্রবক্তা। তিনি শেক্সপীয়ার-এর Timon of Athens নাটকটি অনুবাদ করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সে অনুবাদটি হারিয়ে যায় (Badawi, 1988 :102)।

বিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাত আরবি কথাসাহিত্যিক তাহা হুসায়ন মৌলিক রচনার পাশাপাশি বিদেশী কিছু নাটকের আরবি অনুবাদ করেন। তিনি ১৯৩৮ সালে রাসিনের 'আন্দ্রোমাক' (Andromac) নাটকটি مسرحية أندروماك নামে অনুবাদ করেন।

মিসরে ইউরোপীয় নাট্যসাহিত্য অনুবাদে আলোড়নসৃষ্টিকারী নাট্যকার নাজীব আল-হাদ্দাদ এ ক্ষেত্রে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা নাট্যকার শেক্সপীয়ার, হুগো (১৮০২-১৮৮৫) ও মলিয়র-এর অনেক নাটক আরবিতে রূপান্তর করেন (সাত্তার, ১৯৭৪ : ১৬৭-৮)। ১৮৭০ সালে তিনি ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার শেক্সপীয়রের Romeo and Juliet নাটকটি 'শুহাদাউল-গারাম' (شهداء الغرام) নামে অনুবাদ করেন। গদ্য-পদ্য মিশ্রিত নাটকটি তিনি নিজেই প্রযোজনা করেন। এ ছাড়াও তিনি ফরাসি ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার Alexandre Dumas (1802-1870)-এর The Three Musketeers নামক প্রসিদ্ধ নাটকটি الفرسان الثلاثة শিরোনামে আরবিতে অনুবাদ করেন (Badawi,1988 : 69; ইউসূফ নজম, ১৯৮০ : ২০৬-২৭০)।

এছাড়াও ফরাসি নাট্যকার মলিয়রের (১৬২২-১৬৭৩) Le Medecin Malgre lui নাটকটি মুহাম্মদ মাসউদ الجاهل المتطيب নামে, Le Medecin Volant নাটকটি ইবরাহীম সাবহী الحكيم الطيار (The Flying Doctor) নামে আরবিতে অনুবাদ করেন। আর ফরাসি লেখক কর্নেলি (১৬০৬-১৬৮৪)-এর Horace নাটকটি সালিম খলীল নাক্কাশ مىّ নামে, Le Cid I Cinna নাটক দু'টি নাজিব হাদ্দাদ যথাক্রমে 'গারাম ওয়া ইনতিকাম' (غرام و انتقام) অথবা 'আল-সীদ' (السيد) ও 'হিলম আল-মুলুক' (حلم الملوك) অথবা 'সীনা' (سينا) নামে আরবিতে অনুবাদ করেন। ফরাসি আরেক নাট্যকার রাসিনের (১৬৩৯-১৬৯৯) Mithridate নাটকটি আহমদ আবূ খলীল কাব্বানী 'লুবাব আল-গারাম' (لباب الغرام) অথবা 'আল-মালিক মিতরিদাত' (الملك متريدات) নামে, Andromaque নাটকটি আদিব ইসহাক 'আন্দ্রোমাক' (اندروماك) নামে এবং Esther, Iphigenie I Alexandre le Grand নাটকত্রয় এক সংকলনে 'আল-রিওয়াইয়াত আল-মুফিদাহ ফী 'ইলম আল-তারাজীদাহ' (الروايات المفيدة في علم التراجيدة) নামে আরবি অনুবাদ করেন। ফরাসি নাট্যকার ভলতেয়ারের (১৬৯৪-১৭৭৮) Merope নাটকটি মুহাম্মদ 'আফত 'তাসলিয়্যাতু আল-কুলুব ফী রিওয়াইয়াতু মাইরুব' (تسلية القلوب في رواية ميروب) নামে আরবিতে অনুবাদ করেন। ইংরেজি নাট্যসাহিত্যের প্রাণপুরুষ শেক্সপীয়রের Macbath নাটকটি আব্দুল মালিক ইবরাহীম, ইসকান্দার জারজীস, মুহাম্মদ আফত مكبث নামে আরবিতে অনুবাদ করেন। আহমদ আহমদ গালুস তাঁর The Two Gentlemen of Verona নাটকটি 'আল-হুব্বু ওয়াস সাদাকাহ' (الحب و الصداقة) নামে, আবদুল লতিফ মুহাম্মদ A Midsummer Night's Dream নাটকটি 'আহলাম আল-আশেক্বীন' (احلام العاشقين) নামে, Hamlet নাটকটি هملت নামে ত্বানিউস 'আবদুহু, মুহাম্মদ আল-সুবা'য়ী Coriolanus নাটকটি 'কারিউলিনাস' (كاريولينس) নামে, *Julius Caesar* নাটকটি 'ইউলিইউস ক্বায়সর' (يوليوس قيصر) নামে মুহাম্মদ হামদী ও সামী আল-জারিদিনী আরবিতে অনুবাদ করেন (ইউসূফ নজম, ১৯৮০ : ১৯৯-২৫২)।

২.২. التعريب বা আরবায়ন

التعريب বা আরবায়ন আরবি অনূদিত নাটকেরও এক বিশেষ প্রকার। التعريب শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ অর্থে অন্য ভাষা থেকে কোন কিছু আরবি ভাষায় রূপান্তর/ভাষান্তরকে আরবায়ন বলা হয়। المعجم الوسيط-এ এসেছে: صبغ الكلمة بصيغة عربية عند نقلها بلفظها الأجنبي إلى اللغة العربية

অর্থাৎ অন্য ভাষার শব্দকে আরবি শব্দের বৈশিষ্ট্যের আলোকে আরবি ভাষায় রূপান্তর করা (*আল-মু'জাম আল-ওয়াসিত*, ১৯৭২ : ৫৯১)। আল-জাওহারী التعريب-এর সংজ্ঞায় বলেন : التعريب أن تتكلم العرب بالكلمة علي نهجها وأسلوبها অর্থাৎ কোন শব্দকে আরবি ভাষার নিয়মরীতি ও শব্দ কাঠামোতে ঢালাই করে নেয়া (আহমদ আমীন, ১৯৩৫ : ২৪৯)।

মোটকথা, বিদেশী ভাষার কোন টেক্সট (Text) কে আরবি ভাষায় অনুবাদ করা। এ ক্ষেত্রে অর্থকে প্রাধান্য দিয়ে মূল টেক্সটের বৈশিষ্ট্যাবলি যথাসাধ্য সংরক্ষণের চেষ্টা করতে হবে। আর শব্দকে যদি আরবি শব্দ কাঠামোর অধীনে না এনে ব্যবহার করে তবে তা আরবায়ন হবে না, বরং অনারব শব্দ বলেই গণ্য হবে।

আর রাজনৈতিক অভিধায় تعريب বলা হয় :

قد تَتبَعُها الدَولةُ لتشجيع أن تكون اللغة العربية لغة العلم والعمل والفكر والإدارة

অর্থাৎ কোন রাষ্ট্র কর্তৃক তাঁর শিক্ষা, কাজ-কর্ম, গবেষণা ও প্রশাসনের সকল ক্ষেত্রে আরবি ভাষা ব্যবহারে অনুপ্রাণিত করা (Internet-2)।

আরবি নাটকের ক্ষেত্রে : هو جعل النص الأدبي باللغة العربية مع التدخل في حذف ما لا يتناسب مع عاداتنا وقيمنا অর্থ— কোন সাহিত্যিক টেক্সটকে আরবদের প্রকৃতির সাথে যা সংগতি নয় তা পরিহার করে আরবি ভাষায় রূপান্তর করাকে التعريب বলা হয় (Internet-1)।

আরবি নাটকের সূচনাকাল থেকেই এ প্রকার নাটকের নিদর্শন পাওয়া যায়। মারূন মিখাইল আল-নাক্কাশ (১৮১৭-১৮৫৫)-এর হাত ধরেই আরবি নাটকের যাত্রা শুরু। আরবি ভাষায় প্রথম নাটক 'আল-বাখীল' (البخيل-The Miser বা কৃপণ) তাঁর অনুবাদ। তিনি নাটকটি ফরাসি নাট্যকার মলিয়র (Moliere)-এর L' Avare হতে আরবায়ন করেন। ১৮৪৮ সালে তিনি তা নিজ গৃহে বিরাট এক সুধী সমাবেশে সফলতার সাথে মঞ্চস্থ করেন। তাঁর সর্বশেষ নাটক 'আল-সালীত আল-হাসূদ' (السليط الحسود-ঈর্ষান্বিত, মুখরা ব্যক্তি)-তেও মলিয়েরের নাটক Dom jarcia de navare ou le prince galoux ও Le Bourgeois Gentilhomme এর প্রভাব রয়েছে (Moosa : 110, 173)। কেহ কেহ তাঁর এ নাটকটিসহ 'আবুল হাসান আল-মুগাফফাল' (أبو الحسن المغفل) নাটকদ্বয়কে আরবায়ন বলে দাবি করেন (Internet-3)।

অনুরূপভাবে আরবি নাট্যসাহিত্যে প্রখ্যাত কবি খলীল মুতরান (১৮৭২-১৯৪৯)-এর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। প্রধানত কবি হওয়ায় তাঁর নাট্যকলায় কবিসুলভ কল্পনাবিলাস ও ভাবাবেগ স্থান পেয়েছে। ১৯৩৫ হতে ১৯৪২ খ্রি. পর্যন্ত সময় তিনি সদ্য প্রতিষ্ঠিত মিসরের জাতীয় নাট্যদলের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন (Khouri, 1971 : 141)। তিনি শেক্সপীয়রের অনেক নাটক আরবিতে অনুবাদ করেন। এর মধ্যে Othello (عطيل-'আতীল), Marchant of Venice (تاجر البندوقية-তাজির আল-বান্দুকিয়্যাহ), Hamlet (هملت-হ্যামলেট) ও Macbath (ماكبث-ম্যাকবেথ) নাটক অন্যতম। এছাড়া তিনি ফরাসি নাট্যকার রাসিন (১৬৩৯-১৬৯৯)-এর Andromaque (أندروماك-আন্দ্রোমাক) ও Phidre (فيدار-ফিদার), কর্নেলি-এর La Cid (السيد-লা সিদ) ও Cinna (سينا-সিনা), ভিক্টর হুগো-এর Hernani (هرناني-হারনানী) এবং মলিয়ের-এর L'avare নাটকসমূহ আরবায়ন করেন (Brugman, 1984 : 61-62)।

মিসরে ইউরোপীয় সাহিত্য অনুবাদে আলোড়নসৃষ্টিকারী নাট্যকার নাজীব আল-হাদ্দাদ (১৮৬৭-৯৯) পাশ্চাত্যের খ্যাতনামা নাট্যকার শেক্সপীয়ার, হুগো (১৮০২-১৮৮৫) ও মলিয়েরের অনেক নাটক আরবিতে রূপান্তর করেন (সাত্তার, ১৯৭৪ : ১৬৭-৮)। তিনি ভিক্টর হুগো-এর Hernani ও J Les Burgraves নাটকদ্বয় যথাক্রমে 'হামদান' (حمدان) ও 'ছারাতু আল-আরব' (ثارت العرب) নামে আরবায়ন করেন। ইসকান্দার সাইকালীও মলিয়ের-এর Le médecin malgré lui নাটকটি 'আল-ত্বাবীব আল-মাগদূব' (الطبيب المغضوب) নামে আরবায়ন করেন। তিনি মলিয়ের-এর Le médecin malgré lui নাটকটি 'আল-ত্বাবীব আল-মাগদূব' (الطبيب المغضوب/The Doctor in Spite of Himself) নামে অনুবাদ করেন। এ নাটকটি অনুবাদকালে তিনি নাট্যচরিত্র- ফালীর (فالير) কে সালীম (سليم), সাগানারীল (سغانارِيل) কে আবদুল্লাহ (عبد الله), লুকাস (لوكاس) কে ইবরাহীম (ابراهيم) নামে পরিবর্তন করে আরবায়ন করেছেন। যেমন,

سليم: نهارك سعيد يا سيدي

عبد الله: نهارك مبارك.....

ابراهيم: كل هذه الافوال لا بفيدك شيئا، فنحن نعرف ما نعرف. (ইউসূফ নজম : ২৬৩-৪)

উক্ত উদাহরণের সালীম, আবদুল্লাহ ও ইবরাহীম নাট্যচরিত্রসমূহ মলিয়েরের মূল নাটকে যথাক্রমে ফালীর, সাগানারীল ও লুকাস ছিল। হাদ্দাদ নাটকটির আরবায়নকালে এ পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন। আবার ইসকান্দার উক্ত নাটকটি আরবায়নকালে অন্যভাবে নাম দিয়েছেন। যেমন,

سعدي: ما كفاك هذا، حتى بعت اثاث البيت، و تحت الخشب الذي انام عليه

فارس: انا بعته مخصوص، حتى اعودك علي نومه الارض يا حمارة.

سعدي: داهية تشيلك، انت خليت في البيت غير الحصير.(ইউসূফ নজম, ১৯৮০ : ২৬৫-৬)

উক্ত নাটকের চরিত্র 'সা'আদী' (سعدي) ও 'ফারিস' (فارس) মলিয়েরের নাটকে মূলত 'মারটিন' ও 'সাগানারীল' ছিল। ইসকান্দার নাটকটি আরবায়নকালে এ পরিবর্তন নিয়ে এসেছেন।

অনুরূপভাবে ভিক্টর হুগো (১৮০২-১৮৮৫)-এর 'হারনানী (هرناني-Hernani) নাটকটি 'হামদান' (حمدان) নামে অনুবাদকালে স্পেনীয় পরিবেশ পরিস্থিতিকে আরবদের ইতিহাস থেকে উপাদান গ্রহণ করে নতুনভাবে নির্মাণ করেছেন এবং বেশ কিছু চরিত্র, যেমন : স্পেনের সম্রাট 'ডন কার্লোস' (دون كارلوس-Don Carlos) কে 'আবদুর রহমান' (عبد الرحمن) নামে 'ডন রয়ই গুমিয' (دون روي دي غوميز-Don Roy Gomez) কে 'আল-আমীর নসরুদ দাউলা' (الأمير نصر الدولة) নামে, 'হারনানী' (هرناني) কে 'হামদান' (حمدان) নামে এবং 'দুনসূল' (دون سول-Don Sol) কে 'আল-আমীরাতু শামস' (الأميرة شمس) নামে পরিবর্তন করে আরবায়ন (التعريب) করেন (ইউসূফ নজম, ১৯৮০ : ২৬৮)। এ ধরনের নাটকে সমসাময়িক অথবা ঐতিহাসিক আরব পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিফলন ঘটেছে। আরবি নাটক বিকাশে এ ধরনের অনুবাদ বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

২.৩. التمصير-মিসরায়ন

التمصير বা 'মিসরায়ন' আরবি অনূদিত নাটকের আরেক বিশেষ প্রকার। শাব্দিক অর্থ-মিসরায়ন বা মিসরীকরণ। আর পরিভাষায় هو جعل أحداث العمل الأدبي عربيا أولا ثم التدخل في الشخصيات بجعلها مصرية بالاسم والسمات الشخصية والخلقية والأخلاقية অর্থাৎ প্রথমত কোন সাহিত্য বিষয়ক ঘটনাকে আরবি ভাষায় রূপান্তর করা, অতঃপর এর নাট্যচরিত্রের নাম, নাট্যচরিত্রের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তি চরিত্রে মিসরীয় বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ ঘটানোকে التمصير বা মিসরায়ন বলা হয় (Internet-1)।

উপরের সংজ্ঞা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, 'মিসরায়ন' নাটকের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

১. সাহিত্যবিষয়ক ঘটনার আরবি ভাষায় রূপান্তর
২. নাট্যচরিত্র মিসরি নামে পরিবর্তন এবং
৩. নাট্যচরিত্রে মিসরীয় বৈশিষ্ট্যের অনুপ্রবেশ।

এ প্রকার নাটকে মূল নাটকের বিষয়ের সাথে সংগতি রেখে নাট্যচরিত্রে মিসরীয় প্রকৃতি ও পরিবেশের অনুপ্রবেশ ও নাট্যচরিত্রে নামের পরিবর্তন এবং মিসরের আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার করে এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন, মুহাম্মদ 'উছমান জালাল (১৮২৯-৯৪) মলিয়েরের Tartuff নাটকটি 'আল-শায়খ মাতলূফ' (الشيخ متلوف) নামে অনুবাদকালে নাট্যচরিত্র 'বারনীল' (بر نيل) কে 'উম্মু আল-নীল' (أم النيل), 'আওরজুন' (أورجون) কে 'গালবুন' (غلبون), 'তারতুফ' (ترتوف) কে 'মাতলূফ' (متلوف), 'দামী' (دامي) কে 'সামী' (سامي), 'মারইয়ান' (مريان) কে 'মারইয়াম' (مريم) এবং 'লাওইয়াল' (لويال) কে 'আবদ আল-'আল' (عبد العال) নামে পরিবর্তন করে মিসরায়ন (التمصير) করেন (ইউসূফ নজম, ১৯৮০ : ২৭৪)।

সূচনাকালের পরে আরবি নাটকের বিকাশে এ প্রকার অনূদিত নাটকের ভূমিকাও অনেক। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দুই দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক অর্থাৎ প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বছর কাল পর্যন্ত আরবি নাট্যসাহিত্য একই গতানুগতিক ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। সে সময়ে মুহাম্মদ উছমান জালাল (১৮২৮-৯৪) মলিয়ের-এর অনেক প্রহসন (Farce)-এর অনুবাদে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। ১৮৭৩ সালে প্রথম মলিয়ের-এর Tartuff নাটকটি 'আল-শায়খ মাতলূফ' (الشيخ متلوف/The Imposter or Hypocrite) নামে অনুবাদ করেন। ইসমাঈল পাশা কর্তৃক সানূ-এর কার্যক্রম বন্ধ থাকায় সে সময় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি। ১৮৮৯ সালে তিনি মলিয়র-এর আরও তিনটি কমেডি— Les Femmes Savantes 'আল-নিসাউল-'আলিমাতু' (النساء العالمات/The Learmed Ladies) নামে, L `Ecole des Maris 'মাদরাসাতুল-আযওয়াজ' (مدرسة الازواج/ The School for Husbands) নামে, L `Ecole des femmes 'মাদরাসাতু আল-নিসা' (مدرسة النساء/The School for Wives) নামে এবং কয়েক বছর পর Les Facheus 'আল-ছাক্বলা' (الثقلاء/The Mad) শিরোনামে অনুবাদ করেন (Badawi, 1988 : 69-70; ইউসূফ নজম, ১৯৮০ : ২৭৩-২৮৭)। ১৮৯৩ সালে তিনি ফরাসি নাট্যকার রাসিন-এর তিনটি ট্রাজেডি- Esther, Iphigenie এবং Alexandre le Grand অনুবাদ করে ১৩১১ হি. সালে 'আল-রিওয়াইয়াতু আল-মুফিদাহ ফী 'ইলমি আল-তারাজিদাহ' (الروايات المفيدة في علم التراجيدة) নামে এক খণ্ডে প্রকাশ করেন (ইউসূফ নজম, ১৯৮০ : ২১৮)।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের মতো আরবি নাট্যসাহিত্যও উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ। তবে পাশ্চাত্য দেশে যেভাবে নাট্যসাহিত্যের বিকাশ ঘটেছে, তদ্রূপ আরব দেশগুলোতে বিকাশ লাভ করেনি। বরং আরবি নাট্যসাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য দেশের উন্নত সাহিত্যের অনুবাদের উপর নির্ভর করে যাত্রা শুরু করে এবং আস্তে আস্তে তা পরিপক্বতার দিকে এগিয়ে যায়। আরবি সাহিত্যের অন্যান্য শাখার ন্যায় নাট্যশাখায়ও বর্তমান অগ্রগতির পথে অনেক প্রগতিশীল লেখক ও কবি নাটক রচনায় এগিয়ে এসেছেন। সহজ সাবলীল ভাষা, অনুপম বাক্যবিন্যাস, সূক্ষ্ম চরিত্র চিত্রায়ণ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, কাহিনী গ্রন্থনে সুসংবদ্ধতা, সংলাপের বিচিত্র কৌশল, কৌতুক রসের সুষ্ঠু ব্যবহার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সংরক্ষণের মাধ্যমে বর্তমান আরবি নাটকের ধারা বৈচিত্র্যধর্মী ও উজ্জ্বল।

টীকা

১. কাজী দীন মুহাম্মদের মতে, "মানব জীবনের কাহিনী যখন দৃশ্যমান হয়ে কথাশিল্পের মধ্যে বাণীময় রূপ ধারণ করে তখনই নাটকের জন্ম হয়"। (দীন মুহাম্মদ, ১৯৬৮ : ৩৫); Victor Hugo (1802-1885) বলেন, The Drama therefore, must be a focusing mirror, which instead of making weaker, collects and condenses the coloured rays which will make of a gleam a light of a flame. Then only is the drama worthy of being counted. (Victor Hugo, 1935); المسرحية قصة معدة للتمثيل علي المسرح; (*আল-মু'জাম আল-ওয়াসিত*, ১৯৭২ : ৪২৬)।

২. বিষয়বস্তুর উপর ভিত্তি করে নাটককে তিন ভাগে ভাগ করা হয়: ক) المأساة (বিয়োগাত্মক — Tragedy), الملهاة (মিলনাত্মক/হাস্যরসাত্মক—Comedy), الهزلية (প্রহসন—Farce)। المأساة — যে নাটকে অর্ন্তদ্বন্দ্ব, ক্ষত-বিক্ষত মানবজীবনের সকরুণ পরিণতি, চরিত্র ও সংলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে ব্যঞ্জনা-বিধুর রূপে পরিবেশন করা হয়। ঘাত-প্রতিঘাত ও নিদারুণ অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে বিয়োগাত্মক তথা ট্রাজেডি নাটকের সার্থকতা; الملهاة — যে নাটকে মানব চরিত্রের চঞ্চলতা, হাসি ও আনন্দের প্রফুল্লতা নিয়ে অবারিত প্রসন্নতার সুর বেজে উঠে এবং যেখানে ক্ষয়ক্ষতির দুর্ভাবনা, মৃত্যুভয় ও সর্বনাশের আশঙ্কা থাকে না; الهزلية -যে নাটক সমাজজীবনের চলমান ভাবের প্রবাহ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে রচনা করা হয়। সমাজের দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য এর সৃষ্টি। চরিত্র চিত্রণের গভীরতা অপেক্ষা ঘটনাই এখানে প্রধান (মাজদী ওয়াহবাহ, ১৯৮৪ : ৩২৪, ৩৬৪ ও ৩৮৫; দীন মুহাম্মদ, ১৯৬৮ : ৩৯, ৪৩; দুর্গাশঙ্কর, ১৩৯১ : ১০৫)।

৩. এ ক্ষেত্রে কারণ হিসেবে প্রথমত, উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আরবরা বিশেষত মুসলমানরা নারীদের নাট্যমঞ্চে অভিনয় করাকে অপছন্দ করত। দ্বিতীয়ত, আরবগণ সাহিত্য ক্ষেত্রে নিজেদের অন্যান্য জাতির তুলনায় উৎকৃষ্ট মনে করত। তৃতীয়ত, তাঁরা আচমকা সংক্ষিপ্ত কথা বলতে অভ্যস্ত। ফলে তাঁরা একটি ক্লাসীদাতেও বিষয়বস্তুর ঐক্য ধরে রাখতে পারেনি। আর নাটক বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট বিষয়বস্তুর দাবি রাখে (যায়দান, ১৯৫৭ : ১৩৮; আহমদ হাসান : ৩১৬-৩২০)।

৪. প্রাচ্যবিদ — পাশ্চাত্যের তথা ইউরোপের যে সব সাহিত্যিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি প্রাচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছেন এবং তা চর্চা করে সমৃদ্ধি সাধন করেছেন। দশম শতাব্দীর মাঝামঝিতে আরবি সাহিত্যের এ ধারাটি ব্যাপকতা লাভ করে। সামী ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত-আরবি , সূরইয়ানি ও ইবরানি ভাষা শিক্ষা অর্জনকে লক্ষ করেই সাহিত্যে এ ধারাটির সূত্রপাত (হান্না, তা. বি. : ৯২০)।

৫. মাকামা — আরবি مقامة শব্দের মূল অর্থ মাজলিস (مجلس) বা সভা, অথবা সভায় উপস্থিত লোকদেরকে বুঝায়। পরবর্তীকালে সভায় প্রচলিত আলোচনার অর্থে ব্যবহৃত হয়। هي في الأدب العربي قصة قصيرة مسجوعة تتضمن عظة أو ملحة أو نادرة. (অর্থাৎ আরবি সাহিত্যে অন্ত্যমিলযুক্ত এক প্রকার ছোটগল্প, এতে উপদেশ, কৌতুক ও বিরল ঘটনাবলি অন্তর্ভুক্ত) ইহা আব্বাসী যুগের উদ্ভাবিত বিশেষ ধরনের আরবি গদ্য সাহিত্য। আরবি সাহিত্য ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোন সাহিত্যে তা তেমন পরিলক্ষিত হয় না (মাজদীহ ওয়াহবাহ, ১৯৮৪ : ৩৭৯)।

৬. তখন এক সুফী প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার বাগদাদের কোন এক খোলা ময়দানে বের হতেন। সেখানে তিনি সমবেত নারী-পুরুষ ও শিশুদের সামনে উঁচু স্থানে আরোহন করে উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করতেন— নবী এবং রাসূলগণ কী করেছেন? তারা কি উঁচু শ্রেণিদের অন্তর্ভুক্ত নয়? সমবেত জনতা হ্যাঁ বলত। অতঃপর সেই সুফী ব্যক্তি আবু বকর সিদ্দিককে আহ্বান করতেন। একটি লোক তার পাশে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর ন্যায় অভিনয় করত। সুফী তাঁকে বলত- হে আবু বকর, আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান প্রদান করুন। তুমি ন্যায় বিচার করেছ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছ এবং মুহাম্মদ (স.)-এর পর খেলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছ। অতঃপর তিনি 'উমর ইবন আল-খাত্তাব-কে আহ্বান করলে একটি লোক এসে হযরত 'উমর (রা.)-এর অভিনয় করত। এমনিভাবে একজনের পর একজন এসে নাট্যদৃশ্যে প্রসিদ্ধ সাহাবী ও খলিফাদের অভিনয় করত ('উমার : ১২-১৩; যায়দান, ১৯৫৭ :৬১০)।

৭. خيال الظل বা ছায়া নাটক — এ প্রকারের নাটক আমাদের দেশে পুতুল নাচের ন্যায়। এ নাটক সমূহ রাতে মঞ্চস্থ করা হয়। এতে পরিচালক সহজে নাড়াচাড়া করানোর জন্য শক্ত কাগজ অথবা চামড়ার তৈরী পুতুল মঞ্চে নিয়ে আসেন এবং পুতুলসমূহ সাদা পর্দার আড়ালে রেখে তার বিপরীত দিকে বাতি স্থাপন করা হয় যেন এর ছায়া পর্দার উপর পরে। পরিচালক দর্শকদের অলক্ষে বিশেষ এক কাঠির সাহায্যে পরিচালিত সংলাপের সাথে সংগতি রেখে পুতুলকে সঞ্চালিত করেন। আর দর্শকগণ সাদা পর্দার অপর দিক থেকে এর ছায়া দেখে উপভোগ করে। এ প্রকার ছায়া নাটকের

সূচনা হয়েছিল চীন অথবা ভারতে। তাদের থেকে আরবরা অনুকরণ করে। পরবর্তীকালে তুর্কী ও ইউরোপ, সর্বশেষ যুক্তরাষ্ট্রে বিস্তার লাভ করে (মাজদী ওয়াহবাহ, ১৯৮৪ : ১৬৩-৪; গুনাইমী হেলাল : ১৬৯)।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল লতীফ শারারাহ, ১৯৬৪, *খলীল মুত্বরান*, বৈরুত : দারু বৈরুত লিল ত্বাবা'আ ওয়া আল-নাশর।

আবদুস সাত্তার, ১৯৭৪, ১ম প্রকাশ, *আধুনিক আরবী সাহিত্য*, ঢাকা, মুক্তধারা।

আবদুস সাত্তার, ১৯৭৬, *আধুনিক আরবী নাটক*, ঢাকা, মুক্তধারা।

আবু তাহির মুহাম্মদ মুছলেহ উদ্দীন, ১৯৯৮, *আরবী ছোট গল্প প্রসঙ্গ*, ঢাকা, প্রোব প্রোডাকশন।

আল-মু'জাম আল-ওয়াসিত, ১৯৭২, ২য় সং, দিল্লী, কুতুবখানা হোসাইনিয়া।

আলী আহমদ বা-কাছীর, ১৯৫৮, *মুহাদারাত ফী ফান্নি আল-মাসরাহিয়্যাহ*, কায়রো, মাত্বা'আতু কামালিয়্যাহ।

আহমদ আমীন, ১৯৩৫, ১০ম সং, *দুহাল ইসলাম*, ২য় খণ্ড, বৈরুত, দার আল-কিতাব আল-'আরাবী।

আহমদ হায়কাল, ১৯৮৩, *আল-আদাব আল-ক্বাসাসী ওয়া আল-মাসরাহি ফী মিসর*, কায়রো, দার আল-মা'আরিফ।

আহমদ হাসান আল-যায়্যাত, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী*, মিসর, ২৪তম সংস্করণ।

ইয়াহইয়া আরমাজানী, ১৯৮৪, ২য় সং, *মধ্যপ্রাচ্য : অতীত ও বর্তমান*, (অনু.) মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, ঢাকা, বাংলা একাডেমী।

'উমার আল-দাসূকী, *আল-মাসরাহিয়্যাতু-নাশ'আতুহা ওয়া তারিখূহা ওয়া উসূলুহা*, কায়রো, দার আল-ফিকর আল-আরাবী।

ওফা আলী সালীম, ১৯৭৯, *মিন রাওয়ায়ি' আল-আদাব আল-আরাবী*, কুয়েত, দার আল-বাহ্ছ আল-ইলমিয়্যাহ।

কাজী দীন মুহাম্মদ, *সাহিত্য শিল্প* (ঢাকা : আহমদ পাবলিশিং হাউজ, ১৯৬৮), পৃ. ৩৫

জুরজী যায়দান, ১৯৫৭, *তারীখু আদাব আল-লুগাহ আল-'আরাবিয়্যাহ*, ৪র্থ খণ্ড, কায়রো, দার আল-হিলাল।

তাওফীক আল-হাকীম, ১৯৫৬, *আল-মাসরাহ আল-মানাউও'য়া*, আল-মুকাদ্দমাহ, কায়রো।

দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ১৩৯১ বাং, *নাট্যতত্ত্ব বিচার*, কলিকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড।

মাজদী ওয়াহবাহ ওয়া কামিল আল-মুহান্দিস, ১৯৮৪, ২য় সং, *মু'জাম আল-মুসতালাহাত আল-আরাবিয়্যাহ ফী আল-লুগাত ওয়া আল-আদাব*, বৈরুত : মাকতাবাতু লুবনান।

মুস্তফা কামিল, ১৩১১ হি. *ফাতহ আল-আন্দালুস*, মিসর, মাত্বা'আত আল-আলর।

মুহাম্মদ ইউসূফ নজম, ১৯৮০, *আল-মাসরাহিয়্যাতু ফী আল-আদাব আল-'আরাবী আল-হাদীছ*, বৈরুত, দার আল-ছাক্বাফাহ।

মুহাম্মদ গুনাইমী হেলাল, *আল-আদাব আর-মুক্বারান*, মিসর, মাতবা'আতু নাহদাহ।

মুহাম্মদ বিন হুসায়ন, ১৯৯০, *আল-আদাব আল-হাদীছ-তাতবীক ওয়া দিরাসাত*, আল-রিয়াদ আল-মুলয্।

মুহাম্মদ মানদূর, ১৯৭১, *ফী আল-মাসরাহ আল-মিসরী আল-মু'আসির*, কায়রো, দারু নাহদাতি মিসর।

মুহাম্মদ যঘলূল আল-সালাম, *আল-মাসরাহ ওয়া আল-মুজতামা' ফী মি'আত 'আম*, মিসর, আল-মাতবা'আহ আল-ইসকান্দারিয়াহ।

শাওকী দায়িফ, ১৯৭৪, *তারীখু আল-আদাব আল-মু'আসির ফী মিসর*, মিসর, দার আল-মা'আরিফ।

সাধন কুমার ভট্টাচার্য, ১৯৬৩, *নাট্যতত্ত্ব মীমাংসা*, কলিকাতা, করুণা প্রকাশনী।

হান্না আল-ফাখূরী, *তারীখ আল-আদাব আল-'আরাবী*, ৩য় সং, মিসর, আল-মাতবা'হ আল-বুলিসিয়্যাহ।

হাসান শাযলী ফারহুদ ও অন্যান্য, ১৯৯২, ৯ম সংস্করণ, *আল-আদাব নুসুসুহু ওয়া তারিখুহু*, রিয়াদ, মাত্বাবি'উ আল-ফারাযদাক্ব আত-তিজারিয়্যাহ।

Abou L. Saif, 1973, *Najibal-Rihani, From Baffonery to Social Comedy*, JAL, Vol. IV, Leiden.

Ismat Mahdi, 1983, First Published, *Modern Arabic Literature 1900-1967*, Hyderabad, Da'iratul Ma`arif Press.

J. Brugman (ED), 1984, *An Introduction to the History of Modern Arabic Literature in Egypt*, Leiden: E. J. Brill.

John A. Haywood, 1971, *Modern Arabic Literature 1800-1970*, London, Lund Humphries.

Matti Moosa, *Naqqash and the Rise of the Native Arab Theatre in Syria*, JAL, Vol. 6.

M.M. Badawi, 1988, 1st published, *Early Arabic Drama* (New York: Cambridge University Press.

Mounah A. Khouri, 1971, *Poetry and the Making of Modern Egypt*, Leiden, E.J.Brill.

Navill Barbour, 1635-37, *The Arabic Theatre in Egypt*, Vol. 8, London, BSOS.

Trevor le Gassick, *A Malaise in Cairo Three Contemporary Egyptian Authors*, MEJ, Voll.21, No.2, Spring, Washington.

Victor Hugo, 1935, *Preface to Cromwell*, (Ed.) Allerdyce Nicoll, London.

সাময়িকপত্র

এ বি এম ছিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ১৯৯৭, 'আরবী গদ্য সাহিত্যের বিকাশ ধারায় ইবনুল মুকাফফার অবদান', *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, যুক্ত সংখ্যা; ৫৩, ৫৪, ৫৫।

মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, ১৯৮৬, "আধুনিক আরবী গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশ", *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা।

মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, ১৯৯৩, 'নাজীব মাহফুযের সাহিত্যে জীবন সত্য', *সাহিত্য পত্রিকা*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা।

মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, ১৯৯৭, 'ফান্নু আল-মাসরাহিয়্যা আল-'আরাবিয়্যাঃ দিরাসাতুন নাকদিয়্যাতুন', *আল-মাজাল্লাহ আল-'আরাবিয়্যাহ*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আরবী বিভাগ, ৩য় সংখ্যা।

রফিক আহমদ ও মুহাম্মদ এনামুল হক, ২০০০, "আরবী নাটকের বিকাশ ধারা", *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*, ৮ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

ইন্টারনেট

১. http://www.ahlathanwya.com/vb/archive/index.php/t-10742.html
২. http://ar.wikipedia.org/wiki/تعريب
৩. http://www.saihat.net/vb/archive/index.php/t-95690.html